মুমূর্ষু হার্টের রোগী সুস্থ হলেন প্রাইমারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টিতে

সংবাদদাতা : কুড়ি মিনিটের বেশি সময় ধরে বুকে চিনচিন বা হাল্কা ব্যথা হলে, তা উপেক্ষা না করে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। এমনি অভিমত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের। সঠিক সময়ে চিকিৎসা করা গেলে হৃদরোগের হাত থেকে মানুষকে যে বাঁচানো সম্ভব তা আর একবার প্রমাণ করলেন বিএম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টার -এর চিকিৎসকরা। সম্প্রতি প্রাইমারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করে মৃতপ্রায় এক ব্যক্তিকে সুস্থ করে তোলা হল বিএম বিড়লা হাসপাতালে।

ওই ব্যক্তি মুম্বই থেকে কলকাতায় আসেন এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। ওই দিনই ফেরার জন্য বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে তাঁর বুকে ব্যথা শুরু হয়। হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাকে ইসিজি করার কথা বলেন। ইসিজি করার সময় তিনি জ্ঞান হারিয়ে সেখানেই পড়ে যান। সেই মুহূর্তে তাঁর শ্বাস পড়ছিল না, এমনকী নাড়ির গতিবেগ (পালস) পাওয়া যাচ্ছিল না। ওই মুহূর্তে রোগীকে কার্ডিয়াক ম্যাসাজ এবং রেসপিরেটারি সাপোর্ট দেওয়া হয়। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার জন্য ধারাবাহিকভাবে কার্ডিয়াক ম্যাসাজ দেওয়া হয় এবং ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। চিকিৎসকরা টেম্পোরারি পেসমেকার ও আর্টারি লাইন সাপোর্ট দেন। রোগী অল্প স্বাভাবিক হন। চিকিৎসকরা তাঁর ইসিজি করেন। ধরা পড়ে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। চিকিৎসা পরিভাষায় যাকে বলে ইনফিরিয়াল ওয়াল মায়োকার্ডিয়ান ইনফালশন। চিকিৎসকরা বুঝলেন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি না করলে রোগী বাঁচবে না। হাসপাতালের ক্যাথল্যাবে দেখা যায় রোগীর বাঁ দিকের দুটি আর্টারি স্বাভাবিক থাকলেও ডানদিকেরটিতে 'ব্লক' রয়েছে। অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করার ফলে ব্লকটি পুরোপুরি খুলে যায়। হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অশোক মালপানির নেতৃত্বে চিকিৎসকদের একটি দল পুরো বিষয়টি সম্পূর্ণ করেন। এখন তিনি সুস্থ।